মাদাম কুরি

সমরেন্দ্র নাথ দাস

মাদাম কুরি

সমরেন্দ্রনাথ দাস এম. এস-সি.

ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স
৮৩এ, মতিলাল গুপ্ত রোড,
কলিকাতা-৭০০০৮২।

Madame Curie

A drama based on the life of Marie Curie, the discoverer of Radium.

By : S. N. Das

প্রকাশক :
শ্রীমতী মিনতি দাস
৮৩এ, মতিলাল গুপ্ত রোড,
কলিকাতা-৭০০০৮১।

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :
গ্রন্থনা
৮বি, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০৮২।

মুদ্রণে :
কর্মযোগ আশ্রম প্রেস
১২১, নিউ টালিগঞ্জ,
পোঃ পূর্ব পুটিয়ারী, ২৪-পরগণা।

উৎসর্গ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম

প্রধান অধ্যাপক

ডঃ ডি. পি. রায়চৌধুরীর

করকমলে শ্রদ্ধার সহিত

সহযোগিতায়

ফাদার ফ্যাঁলো

সুশীল কুমার রায়

সুধাংশু ভূষণ চক্রবর্তী

সত্যব্রত বিশ্বাস

রেখা ভট্টাচার্য

বনমালী ত্রিপাঠী

বাটানগর হাইস্কুলের

ছাত্রছাত্রীগণ।

মুখবন্ধ

মাদাম কুরি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিজ্ঞানী এবং তাঁর নাম চিরদিন রেডিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর এই আবিষ্কার পারমাণবিক বিজ্ঞানে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে এবং মানব সভ্যতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই মহীয়সী নারীর জীবন কর্তব্য এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর জীবন কিশোর-কিশোরীদের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরা উচিত। এই নাটকে মেরী কুরির সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালীন জীবন সহজ সরলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তরুণ অধ্যাপক পিয়ের কুরির সঙ্গে বিবাহ রেডিয়াম আবিষ্কার সফল করেছে। গ্রন্থকার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স-এ এম. এস-সি.। সত্য ঘটনার দিকে তিনি নজর রেখেছেন। আশা করি তাঁর নাটকটি সকলে উৎসাহভরে পাঠ করবেন।

২৫-১-১৯৭৭

সমরেন্দ্র নাথ সেন
সিনিয়ার প্রফেসর-অভ-ফিজিকস,
নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটী।

ভূমিকা

মেরী কুরি সারা পৃথিবীতে রেডিয়াম আবিষ্কারক ব'লে খ্যাত। কিন্তু অনেকেই তাঁর শিক্ষাকালীন জীবন সম্বন্ধে অবগত নন। পোল্যাণ্ডের এক গরীব ঘরের মেয়ে প্যারি সহরের সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি. পড়তে আসলেন। সেখানে তিনি এক তরুণ অধ্যাপক যাঁর প্রতিভা তাঁরই মতো, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পিয়ের কুরির সঙ্গে তার বিবাহ এক স্মরণীয় ঘটনা; কারণ তাদের যৌথ গবেষণার ফলে রেডিয়াম আবিষ্কার হয়। রেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে পদার্থ বিজ্ঞানে এক নূতন দিগন্তের সূচনা হয়।

ইভ কুরি-এর লেখা 'মাদাম কুরি' জীবনী গ্রন্থটি পড়লে মনে হয় এক অসাধারণ উপন্যাস পড়ছি। কিন্তু তাঁর জীবনী ছিল বাস্তব সত্য। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে এখানে কিছু বলি :

মারিয়া স্কোডোসকা পোল্যাণ্ডে ১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পোল্যাণ্ড তখন জারের শাসনে। তাঁর মা ছিলেন ভালো গৃহকর্ত্রী। তাঁর বাবা ছিলেন সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক। মেরীর বয়স যখন ১০ বৎসর তখন তিনি স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ভালো ছাত্রী ছিলেন। স্কুলে ইনস্‌পেক্টর আসলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতো মেরীকে, এতে স্কুলের সুনাম বাড়তো। তাঁর বাবা ছিলেন স্বাধীনচেতা। শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। স্কুলের প্রিন্সিপাল-এর সঙ্গে মত-পার্থক্যের জন্য তাঁর পদাবনতি হয়। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি ছোট বাড়িতে চলে গেলেন এবং

অন্য ছেলেদের নিজ বাড়িতে রেখে শিক্ষা দিতে লাগলেন। বাড়ির সবাই সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নিলেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে মেরী হাই স্কুলে ভর্তি হলেন। জার্মান, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখলেন। ফিজিকস্, কেমিষ্ট্রী এবং ম্যাথামেটিকস্ তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল। বাবার কাছে বাড়িতে এই সব বিষয় পড়তেন। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হলেন এবং স্বর্ণপদক পেলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য মেরী প্যারি শহরে যেতে চাইলেন। কিন্তু টাকা কোথায় পাবেন? ঠিক হোল তাঁর দিদি ব্রনিয়া প্রথমে প্যারি যাবেন ডাক্তারী পড়তে। মেরী এই সময়ে গভর্নেস-এর কাজ করবেন এবং টাকা জমা হলে প্যারি যাবেন।

সজস্কি শহরের এক ভদ্রপরিবারে তিনি গভর্নেস-এর কাজ নিলেন। কালে কালে তিনি গরীব ছাত্রদের জন্য অল্প ব্যয়ে পড়ার জন্য একটি স্কুল খোলেন। তিনি ভাবতেন কবে তিনি প্যারি যাবেন। ব্রনিয়ার ডাক্তারী পড়া শেষ হল। ব্রনিয়া মেরীকে লিখলেন প্যারিতে আসতে। মেরী বাবার কাছে আর একবছর থাকলেন। তিনি তার এক বোনের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে লাগলেন যাতে বিদেশে গিয়ে কোন অসুবিধা না হয়।

১৮৯১ সাল। একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলেন:

ফ্রেন্চ রিপাবলিক—বিজ্ঞান ফ্যাকালটি, সরবন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম কোয়ার্টার ক্লাস আরম্ভের তারিখ ৩রা নভেম্বর, ১৮৯১।

বিজ্ঞাপন দেখে মেরী পুলকিত হলেন। ব্রনিয়ার কাছে চিঠি লিখলেন যে তিনি প্যারি যাবেন। বইগুলো এবং পোষাক-পরিচ্ছদ একটি বাক্সে প্যাক করে, বাক্সের উপর লিখলেন তাঁর নামের আদ্যক্ষর এম, এস.। স্টেশনে তাঁর বাবা তাঁকে বিদায় জানালেন। মেরী বললেন যে তিনি দুই-তিন বছরের মধ্যেই ফিরে আসবেন। তিনি প্রথমে ব্রনিয়ার বাড়ীতে উঠলেন। ব্রনিয়ার সঙ্গে ডক্টর কাসিমিরের বিয়ে হয়। ক্লাসে পড়াশোনায় তিনি ভাল ছিলেন। অধ্যাপক এ্যাপেল, অধ্যাপক বুটির বক্তৃতা শুনলেন। প্রথম প্রথম বক্তৃতার সব লাইনগুলো বুঝতে পারতেন না। তাই ফরাসী ভাষা শিখতে লাগলেন। শিগগির তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করলেন। ব্রনিয়ার বাড়ীতে রোগীর ভীড় লেগেই থাকত। তাই তিনি ইউনিভার্সিটির কাছে ল্যাটিন কোয়ার্টারের নির্জন কক্ষে থাকলেন। তিনি এম এস-সি. ফিজিকসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। পর বৎসর তিনি ম্যাথাম্যাটিক্স্-এ এম., এস-সি-তে ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ন্যাশনাল ইনডাষ্ট্রী অব ফ্রান্স্ তাঁকে চুম্বকের উপর গবেষণা করতে নির্দেশ দেন কিন্তু ল্যাবোরেটরি কোথায়? ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের ফ্রিবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক কোভালস্কি প্যারিতে বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করতে আসেন। অধ্যাপক কোভালস্কি মেরীকে পিয়ের কুরির সঙ্গে দেখা করতে বললেন। পিয়ের কুরি রু মদঁ-এ ফিজিকস এবং কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক। তাঁরা পরস্পর গবেষণা নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁরা যৌথভাবে গবেষণা আরম্ভ করলেন। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব

গড়ে উঠল। পিয়ের মেরীকে বিয়ে করতে চাইলেন। মেরী তাঁকে সহজে কথা দিতে পারলেন না। কারণ তিনি দু'বছরের মধ্যেই দেশে ফিরে যাবেন। পিয়ের বোঝালেন যে, এখানে থাকলেই তার গবেষণার ভাল সুযোগ হবে। তিনি যদি তাঁর স্ত্রী নাও হন তবে তারা দু'জনে দুই জায়গায় গবেষণা করবেন।

১৮৯৩-এর গ্রীষ্মে মেরী পোল্যাণ্ড গেলেন। ১৮৯৪-এর নভেম্বরে প্যারি ফিরে আসলেন। অবশেষে ১৮৯৫-এর গ্রীষ্মে তাঁদের বিয়ে হল। মেরী এখন মেরী কুরি। তাঁরা সাইকেলে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মধুচন্দ্রিমা করলেন। দুটো সাইকেল বিয়েতে দুই জনে উপহার পেয়েছিলেন।

মেরী গবেষণার কাজ ছাড়াও রান্না ও বাজার করতেন। ডায়েরিতে হিসাব লিখে রাখতেন যাতে সীমিত আয়ে সংসার চালানো যায়। ১৮৯৭ সালে তাঁর প্রথম কন্যা আইরিন-এর জন্ম হয়। মেয়ের যত্ন করার কাজও গবেষণার সঙ্গে করতেন। তাঁর স্বামীকে তিনি সম্মান করতেন। নিজেকে শিক্ষানবীশ মনে করতেন। কি নিয়ে গবেষণা করবেন ভাবছিলেন। একদিন বিজ্ঞানী হেনরী বেকারেল-এর একটা প্রবন্ধ পড়লেন। তিনি কালো কাগজে মোড়ক করে কিছু পরিমাণ ইউরেনিয়াম পটাসিয়াম সালফেট একটি ড্রয়ারের মধ্যে রেখেছিলেন। ড্রয়ারে কালো কাগজে মোড়া কয়েকটি ফটোগ্রাফিক প্লেটও ছিল। কিছুদিন পর ড্রয়ার থেকে ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলি বের করে তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্লেটগুলিতে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। কালো কাগজে মোড়া থাকা

সত্ত্বেও এইরূপ কেন হল? তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ইউরেনিয়াম ঘটিত পদার্থ থেকে এমন একটি শক্তিশালী বিকিরণ নিঃসৃত হয় যা কালো কাগজের আবরণ ভেদ করেও ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। বেকারেলের আবিষ্কারের পর মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরি এই রশ্মির নাম দেন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা 'রেডিও এ্যাকটিভ রেজ' এবং বিভিন্ন মৌল দ্বারা তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিঃসরণকে নাম দিলেন রেডিও এ্যাকটিভিটি' বা তেজস্ক্রিয়তা ১৯০৩ সালে মেরী কুরি, পিয়ের কুরি এবং হেনরী বেকারেল যৌথ-ভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

পিয়ের কুরি ১৯ এপ্রিল, ১৯০৬-এ এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। মেরী শোকে ভেঙ্গে পড়লেও তাঁর স্বামীর পদে অর্থাৎ প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে বৃত হলেন। তিনি আবার গবেষণায় নেমে পড়লেন। কয়েক ডেসিগ্রাম রেডি-য়াম ক্লোরাইড শোধন করলেন এবং রেডিয়ামের পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ করলেন। ১৯১১ সালে সুইডিস এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস তাঁকে কেমিষ্ট্রীতে নোবেল পুরস্কার দিলেন। এরপর ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানী প্রথমে বেলজিয়াম, তারপর ফ্রান্স আক্রমণ করে। গবেষণা স্থগিত রেখে তিনি আহত সৈনিকদের সেবার জন্য এক্স-রে মেশিন মোতায়েন করলেন।

১৯২০ সালে তিনি আমেরিকায় আমন্ত্রিত হন। সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হার্ডিং তাঁকে 'মহীয়সী নারী' বলে সম্বোধন করলেন। আমেরিকার জনগণের

কাছ থেকে তিনি অর্থ সংগ্রহ করলেন যার সাহায্যে তিনি ওয়ারশয়ে ইন্সটিটিউট অব রেডিয়াম প্রতিষ্ঠা করলেন। তেজস্ক্রিয়ার ফলে ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, 'মেরী কুরি এমনই এক ব্যক্তি খ্যাতি যাঁকে নষ্ট করতে পারে নি।'

কুরি পরিবার এবং ভারত

বসু আইনস্টাইন ষ্ট্যাটিসটিকস আবিষ্কারক সত্যেন বসু মাদাম কুরির গবেষণাগারে কাজ করেছিলেন। মেরী কুরির মেয়ে আইরিন কুরি এবং ফ্রেডারিক জলিয়ট কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পান। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি তাদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ফ্রেডারিক জলিয়ট ভারতে বিজ্ঞান বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসাবে আসেন। আইরিন ভগ্ন-স্বাস্থ্য সত্বেও বোম্বাইয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা আর পৃথিবীতে নেই কিন্তু তাঁদের নাম মানব-সেবা ও বিজ্ঞান প্রগতির ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে।

—(*)—

নাটকের চরিত্র সমূহ ঃ—

মেরী — সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

পিয়ের কুরি — প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার **অধ্যাপক**।

প্রফেসর এ্যাপেল — সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক।

ডাইডানস্‌কা — মেরীর সহপাঠিনী।

ব্রনিয়া — মেরীর দিদি।

কাসিমির — ব্রনিয়ার স্বামী।

অধ্যাপক স্কোডোসকি — মেরীর বাবা।

ডঃ ইউজিন কুরি — পিয়ের কুরির বাবা।

মাদাম নিনোভা — সজ্‌স্নুকি সহরের এক গৃহকর্ত্রী।

জ্যাক — মাদাম নিনোভার ছেলে।

আন্দিজা — মাদাম নিনোভার মেয়ে।

ছাত্র ছাত্রীগণ — কয়েকজন যুবক এবং ব্যারন সহ দুইজন সশস্ত্র লোক।

———

প্রথম দৃশ্য

[ফ্রেঞ্চ রিপাবলিক—বিজ্ঞান ফ্যাকালটি, সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়। স্নাতকোত্তর পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস আরম্ভের তারিখ ৩ নভেম্বর, ১৮৯১। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা অনধিক দশ। ছাত্রছাত্রীদের পরস্পর আলোচনার গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যায় তিনজন ছাত্র দরজা দিয়ে শ্রেণীকক্ষে ঢুকছে। অন্য ছাত্রছাত্রীগণ আসন গ্রহণ করেছে।]

প্রথম ছাত্র। আজ কী আনন্দের দিন। আমাদের গর্ব, আমরা সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

দ্বিতীয় ছাত্র। সে তো বটেই। শুধু ফ্রান্স কেন দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে এসেছে। এটা কী কম আনন্দের ব্যাপার!

তৃতীয় ছাত্র। তা আজ প্রথম ঘণ্টায় কে বক্তৃতা দেবেন?

প্রথম ছাত্র। শুনলাম প্রফেসর এ্যাপেল আজ প্রথম ক্লাস নেবেন। শুনেছি তাঁর নামডাক। হয়ত সাধারণ বিষয় নিয়ে বলবেন।

দ্বিতীয় ছাত্র। দু'জন বিদেশী ছাত্রীও তো ফিজিক্স্ পড়তে এসেছে। মেয়েরাও কম যায় কিসে? ক্লাস শেষ হলে ওদের সঙ্গে আলাপ করব। কি বল?

[ঘন্টার ধ্বনি শোনা যায়। ছাত্ররা হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠে যে যার আসন গ্রহণ করে।]

প্রথম দু'জন ছাত্র। [এক সঙ্গে] চুপ, চুপ। ঘণ্টা বাজছে? প্রফেসর আসছেন।

[পরনে সাদা কোট, মুখে দাড়ি প্রফেসর এ্যাপেল ক্লাসে প্রবেশ করছেন। ছাত্রছাত্রীগণ দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে প্রস্তুত।]

এ্যাপেল। ধন্যবাদ, বসো। [ছাত্রছাত্রীগণ আসন গ্রহণ করে।] প্রিয় ছাত্রছাত্রীগণ, তোমাদের সাদর অভিনন্দন জানাই। নানাদেশ থেকে এখানে এসেছ। তোমরাই-ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ। প্রথমে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হই। কি বলো?

[সামনের বেঞ্চে তাকিয়ে] তোমার নাম কি? কোন দেশ থেকে এসেছ?

মেরী। [দাঁড়িয়ে] মেরী স্কোডোসকা! স্যার। পোল্যাণ্ড থেকে এসেছি।

এ্যাপেল। [পাশের সীটে ডাইডানসকাকে লক্ষ্য করে] আর তুমি ?

ডাইডানসকা। [দাঁড়িয়ে] স্যার, আমার নাম ডাইডানসকা। পোল্যাণ্ড থেকে এসেছি।

এ্যাপেল। আর সবাই তো এখানকারই। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করব। এই বিশ্ব অসীম অনন্ত। আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ভাসমান। কোটি কোটি নক্ষত্র আছে এই বিশ্বে। সাত সমুদ্রে যত বালুকণা আছে নক্ষত্রের সংখ্যা তার চেয়েও বেশী।

সৌরমণ্ডলে কতগুলি গ্রহ আছে বলতে পার ? প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জিত বোধ করছি। তবুও—

প্রথম ছাত্র। স্যার, দশটি গ্রহ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো আর গ্রহাণুপুঞ্জ। স্যার, গ্রহগুলোর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করবেন কি ?

এ্যাপেল। অনেক অনেক আগের কথা। চল্লিশ কোটি বছর আগে সূর্যের চেয়েও বড় একটি তারা বেগে ধেয়ে আসছিল। সূর্যের কিছু অংশ ছিটকে বাইরে পড়ে এবং টুকরা টুকরা হয়ে পটল আকৃতি নিয়ে সূর্যের চারদিকে বিভিন্ন পথে ঘোরে। পরে ঠাণ্ডা হয়ে ঐগুলিই গ্রহের আকার নেয় এবং সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে।

দ্বিতীয় ছাত্র। স্যার, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা বলবেন কি ?

এ্যাপেল। বেশ, বেশ। ভাল প্রশ্ন করেছ। আধুনিক জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে ছিলেন কয়েকজন নির্ভীক বিজ্ঞানী। কোপারনিকাস বললেন, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র নয়। কোপারনিকাসের মত প্রচার করার জন্য চার্চের লোকেরা ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারে। গ্যালিলিও বলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। চার্চের লোকদের ধারণা, মানুষ পৃথিবীর অধিবাসী, পৃথিবীর চারদিকে সূর্যই ঘুরবে। প্রচলিত ধারণার উপর এল আঘাত। গ্যালিলিওকে এজন্যে নির্যাতন সইতে হয়। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারে না, তেমনি চার্চের লোকেরা সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি। গ্রহের গতি কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। নিয়মগুলি কি বলতে পারো ?

তৃতীয় ছাত্র। [সপ্রতিভ ভাবে] কেপলারের সূত্র স্যার।

এ্যাপেল। সূত্রগুলি কি বলো ?

মেরী। স্যার, গ্রহগুলি সূর্যকে ফোকাসে রেখে উপবৃত্তাকারে ঘোরে। গ্রহের সূর্য পরিক্রমার সময়ের বর্গ সূর্য হতে গড় দূরত্বের ঘন এর সমানুপাতিক।

ডাইডানসকা। গ্রহের গতিগুলো অঙ্কের নিয়ম মেনে চলে। মনে হয় অঙ্কের জন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।

এ্যাপেল। তা ঠিক নয়। এটা হতে পারে নিয়মগুলো অঙ্কের নিয়ম অনুসরণ করে। আজকের মত এখানে শেষ। তোমাদের চমৎকার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। [ঘণ্টা বাজে। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারা পরস্পর কথা বলছে।]

প্রথম ছাত্র। প্রফেসর এ্যাপেলের সুন্দর লেকচার। কী অপূর্ব বাচনভঙ্গী। আহা, জীবনে ভুলব না।

দ্বিতীয় ছাত্র। ক্লাস প্রফেসর।

তৃতীয় ছাত্র। মনে হয়, সমস্ত ফিজিকস্ ওর জানা।

চতুর্থ ছাত্র। আর ঐ মেয়েটি কে ? কি স্মার্ট উত্তর দিল।

পঞ্চম ছাত্র। কী নাম —মেরী স্কোডোসকা। দাঁতভাঙ্গা নাম। উচ্চারণ করাই দায়।

প্রথম ছাত্র সোনালী চুল। সামনের বেঞ্চে বসে। কথাও বলে কম।

[মেরীর দিকে তাকিয়ে] মেরী কি বলে যে সম্মান জানাব !

মেরী। [সঙ্কুচিত হয়ে পরে সাহস সঞ্চয় করে] আপনাকে নাম ধরে ডাকার অধিকার কে দিয়েছে ?

প্রথম ছাত্র। না না। এটা কোন ব্যাপার নয়। আমি চললাম।

মেরী। ডাইডানসকা। দেখ বোন কি উৎপাত।

ডাইডানসকা। দেখ ছোকরা, ওর উপর অত আগ্রহ দেখিয়ে লাভ হবে না। ওকে বিরক্ত কোর না। [মেরীর প্রতি] চল বোন মেরী। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ল্যাটিন কোয়ার্টারে আছে। ঘরে একটা চেয়ার, একটা টেবিল এবং বইয়ের শেলফ্। একটা স্টোভ এবং কিছু কয়লা ঘরের এক কোণে আছে। এখন সন্ধ্যা। ঘরে একটা বাতি জ্বলছে। সহপাঠিনী ডাইডানসকা ঘরে ঢুকছে। ডাইডানসকা উজ্বল লাল গাউন প'রে আছে। মেরীর পরনে নীল গাউন।]

ডাইডানসকা। এই যে মেরী! ইউনিভার্সিটি থেকে এসেই যে পড়ায় ব্যস্ত। হবেই তো ইউনিভার্সিটির সেরা মেয়ে।

মেরী। [চেয়ার থেকে উঠে] ওঃ ডাইডানসকা! তুমি এসেছ? তোমাকে ধন্যবাদ। প্রমিনেন্ট না হওয়াই ভাল।

ডাইডানসকা। কিন্তু প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। ছাই চাপা আগুন সুযোগ পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তোমার জন্য গর্বিত—যেদিন তুমি প্রফেসর এ্যাপেলের প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দিলে।

মেরী। আমাকে ক্ষমা কর ডাইডানসকা। জানতাম বলেই উত্তর দিলাম। ছেলেদের কাছে বাহাদুরি নেবার জন্য নয়।

ডাইডানসকা। ছেলেরা তোমাকে বেশ সমীহ করে, তাই না?

মেরী। কি সব বাজে বল যে।

ডাইডানসকা। এখানে তুমি একাকী থাক?

মেরী। প্রথমে প্যারি শহরে এসে দিদি ব্রনিয়ার লা ভিলা বাড়িতে উঠি। কিন্তু আমার নীরব পাঠকক্ষ দরকার। আর বাসাটা এতদূরে যে বাসভাড়া লাগত; সময়ের অপচয় হত। এই কোয়ার্টারটা ইউনিভার্সিটির কাছে।

ডাইডানসকা। তোমার একাকীত্ব দেখে মনে পড়ে আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের নির্জনতা।

মেরী। সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে এসে তুমি কবি হয়েছ। গত রবিবার সুন্দর লা রেঁইসীতে গিয়েছিলাম। লিলি ফুল ফুটেছে। আপেল ফলের ফুলগুলো ফুটেছে। বাতাসে ফুলের সুরভি। নতুন পাতা গাছে গাছে।

ডাইডানসকা। কোকিল ডাকে, বসন্তের বার্তা নিয়ে আসে। প্রকৃতি মনে হয় স্বপ্নময়। জীবনের কত বসন্তই না চলে গেল। ফিজিক্স্ আর ম্যাথামেটিক্স্ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। মেরী, জীবনে কাউকে ভালবাসোনি ?

মেরী। ভালবাসা! না, না। ভালবাসার আগুনে পুড়তে চাই না। বিয়ের আগে পুরুষ প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলে। মনে হয় বসন্ত বাতাস। বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীকে কঠোর চৌকি দেয়। তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। তাদের আলোচনা ক্রমে হয় শীতের হিমেল বাতাস।

ডাইডানসকা। পরমাণুর অভ্যন্তরের নিউক্লিয়াসকে জানতে হলে একটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস কর্তৃক যে পরিমাণ বিক্ষিপ্ত হয় তা জানা দরকার। জড়ের সঙ্গে জড়ের সংঘর্ষ থেকে জানা যায় জড়ের প্রকৃতি। জড় হল মনের ভৃত্য। জীবনের কি মূল্য যদি মনের সঙ্গে মনের যোগ না হয়, যদি হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না হয় ?

জীবনে জীবন যোগ করা ?

না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।

মেরী। পরীক্ষা সামনেই। আমার যা ভয় হচ্ছে।

ডাইডানসকা। তুমি এই কথা বলছ! আমাদের অবস্থা তা হলে কি হবে? তোমার পড়াশুনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মেরী। বাবা আমাকে মাসে চল্লিশ রুবল পাঠান। বাসভাড়া তিনশ ফ্রাঁ, এরপর আছে ঘরভাড়া। অনেক সময় ষ্ট্যাম্প কিনতে গেলে দুইবার ভাবতে হয়।

ডাইডানসকা। আলেকজান্দ্রোভিচ স্কলারশিপ-এর জন্য দরখাস্ত করতে পার।

মেরী। আর সেজন্যই তো পড়াশুনা করছি। রান্নার সময় কমিয়ে দিয়েছি। কফি তৈরী করতে পারি। স্যুপ ও স্যালাড তৈরী করতে পারি। যেগুলো করতে সময় কম লাগে।

ডাইডানসকা। রান্না! আমার বিরক্তি লাগে। কিন্তু একদিন তো স্বামীর ঘরে যেতেই হবে। শাশুড়ী বলবে মেয়ে এম. এস-সি. পাশ, রান্না জানে না।

মেরী। রান্না ঘরও তো একটা কেমিষ্ট্রীর ল্যাবরেটরী। সাইট্রিক এ্যাসিড দিয়ে ছানা তৈরী হয়। দই-এ আছে ল্যাকটিক এ্যাসিড। চুন আর হলুদ মিশালে গাঢ় লাল রং পাওয়া যায়।

ডাইডানসকা। তাতে অবশ্য ভাল কেমিষ্ট হওয়া যায় —রাঁধুনী হওয়া যায় না। হাঃ হাঃ হাঃ! যাক্ রান্না বরং পড়াশেষ হওয়ার পর দেখা যাবে। তোমার কিন্তু স্বাস্থ্যকে অবহেলা করার অধিকার নেই।

মেরী। পড়ার পর খুব ক্লান্ত মনে হয়। আঃ! [মেরী ঝুকে পড়ে।]

ডাইডানসকা। শুয়ে পড়।

[মেরী বিছানায়। শুয়ে পড়ে। ডাইডানসকা তার গায়ে চাদর বিছিয়ে দেয়। কপালে হাত রেখে যন্ত্রণা উপশম করার চেষ্টা করে। তারপর মেরীর দিদি ব্রনিয়া ও ডঃ কাসিমিরকে খবর দেবার জন্ম বাইরের বারান্দায় যায় ফোন করার জন্য। ডাইডানসকা দুই মিনিট বারান্দায় অপেক্ষা করছে। এমন সময় ব্রনিয়া ও ডক্টর কাসিমির ডাক্তারী ব্যাগ হাতে নিয়ে প্রবেশ করছে।]

ব্রনিয়া। ডাইডানসকা, কি ব্যাপার বল তো? মেরীর কি হয়েছে?

ডাইডানসকা। ইউনিভার্সিটি থেকে এসেই ওর সঙ্গে দেখা করলাম। কিছুক্ষণ পরেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কাসিমির। ব্রনিয়া, ওর টেম্পারেচার দেখ।

[ব্রনিয়া থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার দেখছে। কাসিমির হাতের নাড়ী ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে গুণছেন। সবাই চুপচাপ কাজ করছেন। ডাইডানস্‌কা কম্বলটা টেনে দেয়।]

ব্রনিয়া। টেম্পারেচার ৯৫ ডিগ্রী।

কাসিমির। নাড়ীর স্পন্দন ক্ষীণ। ব্রনিয়া ওকে ব্যাগ থেকে ট্যাবলেটটা দাও।

[ব্রনিয়া মেরীকে একটি ট্যাবলেট খাওয়ায়। ডাইডানসকা হিটারে কফি তৈরী করে।]

ব্রনিয়া। এই যে মেরী, একটু ওঠ না বোন।

ডাইডানসকা। মেরী কফিটা খেয়ে নাও।

[মেরীর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে। "আমি কোথায় ?" অস্ফুটস্বরে বলতে থাকে। আস্তে আস্তে ওঠে এবং কফি খেতে থাকে।]

মেরী। এখন ভাল লাগছে। তোমরা আমার জন্য চিন্তা কোর না।

কাসিমির। মেরী, আজ কি খেয়েছ ?

মেরী। আজ ? জানি না। কিছুক্ষণ আগে লাঞ্চ খেয়েছি।

কাসিমির। আর কি খেয়েছ ?

মেরী। কিছু চেরী ফল এবং আর কিছু।

কাসিমির। রাত ক'টা পর্যন্ত জেগেছিলে ?

মেরী। তিনটা পর্যন্ত।

[ব্রনিয়া ব্যাগ থেকে একটা আপেল বার করে চাকু দিয়ে কেটে একটা প্লেটে করে নিয়ে আসে।]

ব্রনিয়া। মেরী, আপেল-এর টুকরোগুলো খেয়ে ফেল। মিষ্টি আপেল। শরীরে পাবে বল ও স্ফূর্তি। চোখে রক্ত ফিরে আসবে।

কাসিমির। [ব্রনিয়ার প্রতি] হ্যাঁ, এমন করছ যে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য ভাল হবে। [মেরীর প্রতি] মেরী, ফিজিক্স্ একটু কম পড়। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দাও।

[ডাইডানস্কার প্রতি] ডাইডানস্কা, ওর বইগুলো সাত দিনের জন্য প্যাক করে রেখো।

মেরী। না, না। আমি ভালই আছি। তোমরা আমার জন্য চিন্তা কোর না।

ব্রনিয়া। তুই একা থাকিস। চিন্তা হবে না কেন?

মেরী। আচ্ছা তোমরা এস। কাল সকালে একবার এস।

কাসিমির। সাবধানে থেকো। কোন কিছু হলে ফোন করবে।

[ব্রনিয়া, কাসিমির এবং ডাইডানস্কার প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[১৮৯৩ সাল। প্যারির ফিজিকস্ সোসাইটির পাশে একটি ছোট ঘরে অধ্যাপক কোভালস্কি বসে আছেন। বিজ্ঞানের অধিবেশনে যোগদানের জন্য তিনি পোল্যাণ্ডের ফ্রিবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন অনেক নামকরা বিজ্ঞানী মেরী সভার শেষে প্রফেসর কোভালস্কির ঘরে ঢুকছেন।]

মেরী। গুড্ ইভিনিং স্যার।

কোভলেস্‌কি। আরে মেরী যে! বোসো। [মেরী সোফাতে বসলেন।] তোমার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হয়ে খুশী হলাম। তোমার বাবা অধ্যাপক স্কোডোস্‌কি কেমন আছেন ?

মেরী। ভালই আছেন স্যার। এখানে দিদি ব্রনিয়া ডক্টর কাসিমির-এর সঙ্গে আছেন।

কোভালস্‌কি। বেশ, বেশ। তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে ?

মেরী। স্যার এম. এস-সি. ফিজিকস্‌-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি। এখন ম্যাথামেটিক্‌সে এম. এস-সি. দেওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি।

কোভালস্‌কি। সাবাস! পোল্যাণ্ডের নাম রেখেছ। তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব মেরী!

মেরী। এরই মধ্যে আবার ফ্রানসের ন্যাশানাল ইনডাসট্রি চৌম্বকত্ব নিয়ে গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছে।

কোভালসকি। গবেষণা কর কোথায় ?

মেরী। প্রফেসর লিপম্যানের ল্যাবরেটরিতে, স্যার। কিন্তু ল্যাবরেটরির জায়গা অল্প, যন্ত্রপাতি বহু পুরানো। কি যে করি ?

কোভালস্‌কি। [কিছুক্ষণ ভেবে] হ্যাঁ, আমি একজন বিজ্ঞানীকে জানি। তিনি স্কুল-অফ-ফিজিকস্‌ এ্যাণ্ড কেমিষ্ট্রিতে কাজ করেন। আমি তাঁকে এখানে আসতে বলছি। তুমি সম্ভবতঃ তাঁর নাম জান —পিয়ের কুরি।

[সন্ধ্যা ৭টা। একই সঙ্গে গাম্ভীর্য ও প্রসন্নতাসম্পন্ন দীর্ঘদেহী পিয়ের কুরি প্রবেশ করছেন। তার পরনে ঢিলেঢালা পোষাক, তবু তা মানিয়েছে।]

কোভালস্‌কি। সুন্দর সন্ধ্যা, মঁসিয়ে কুরি ! বসুন। [অধ্যাপক কুরি আসনে বসলেন।] আমি আপনাকে ওর সঙ্গে পরিচিত করে আনন্দ অনুভব করছি। মেরী স্কোডেসকা পোল্যাণ্ড থেকে এসেছে। সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

পিয়ের। সুন্দর সন্ধ্যা, মাদ্যমোয়াজেল। আজ বিজ্ঞান অধিবেশনে প্রফেসর কোভলস্‌কির বক্তৃতা বেশ জ্ঞানগর্ভ ছিল।

মেরী। হ্যাঁ, চৌম্বকত্ব নিয়ে আলোচনা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি চৌম্বকত্ব নিয়ে কাজ করছি। ভালো ল্যাবারেটরির অভাব। আপনার মত বিজ্ঞনীর পরামর্শ যদি পেতাম —

কোভালস্‌কি। আচ্ছা, আপনারা আলোচনা করুন। আমি কালকের অধিবেশনের জন্য ব্যস্ত।

[কোভালস্‌কির প্রস্থান।]

পিয়ের। কাঁচা লোহা সহজে চুম্বকে পরিণত হয়; ইস্পাত তত সহজে হয় না। তাই বলা হয় কাঁচা লোহার চৌম্বক প্রবণতা বেশী। চৌম্বক প্রবণতা নিয়ে কাজ করলে নিশ্চয়ই সহায়তা করতে পারি। তা যাক, আপনার প্যারি কেমন লাগছে ?

মেরী। চমৎকার! এখানকার প্রাণোচ্ছল জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর পীঠস্থান এই প্যারি শহর।

পিয়ের। রুশোর শুধু রাষ্ট্র চিন্তাই নয়, নতুন শিক্ষা চিন্তা হল— শিশু প্রকৃতির পরিবেশে শিক্ষা লাভ করবে। দেখুন চোখ খুলে প্রকৃতির মধ্যে আমরা অনেক জিনিষ আবিষ্কার করতে পারি।

মেরী। ওয়ারড্‌স্‌ ওয়ারথও একই রকম বলেছেন প্রকৃতি আমাদের শিক্ষক হোক।

পিয়ের। ফরাসী ভাষা আপনার কেমন লাগে ?

মেরী। ফরাসী ভাষা আগে যে জানতাম না তা নয়, তবে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অধ্যাপকদের বক্তৃতার কোন কোন লাইন একদম বুঝতে পারতাম না। তাই সাগ্রহে ভাষা আয়ত্ব করতে লাগলাম। ছোট গল্প পড়তে ভালো লাগত।

পিয়ের। কার ছোট গল্প ভালো লাগে ?

মেরী। মোপাসাঁ আর বালজাক।

পিয়ের। উপন্যাস পড়েছেন ?

মেরী। হ্যাঁ ল্যা মিজেরাবল। ভিক্টর হুগোর লেখা। ফরাসীদের দুঃখ-দুর্দশার নিখুত চিত্র এতে তুলে ধরা হয়েছে। বিশপ ও দীপদানের অংশটুকু অপূর্ব। এক কয়েদী জেল থেকে পালিয়ে এক বিশপের ঘরে ঢুকছে। বিশপের বোনকে কয়েদী ভয় দেখিয়েছে। বিশপকে জানাল সে ক্ষুধার্ত। বিশপ তাকে যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। আশ্রয় দিলেন। কয়েদী রাতে দীপদানগুলো চুরি করল। রাস্তায় পুলিশ তাকে ধরল, বিশপের কাছে হাজির করল। বিশপ বললেন, সে তার বন্ধু। দীপদানগুলো তাকে দিয়েছেন। বোনকে বললেন, ওর ওগুলোর দরকার। বোনের কিন্তু দাদার উপর রাগ পড়ে না।

পিয়ের। বিশপের মন কত উদার। তিনি বলেছেন, পাপকে ঘৃণা করতে—পাপীকে নয়।
আচ্ছা আজ আসি, মাদ্যমোয়াজেল। আবার দেখা হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

[মেরী ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন তাঁর পরনে এ্যাপ্রন। পিয়ের কুরি একটি বই হাতে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করছেন।]

পিয়ের। সুপ্রভাত, মাদ্যমোয়াজেল। আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করলাম।

মেরী। সুপ্রভাত, মঁসিয়ে কুরি। বসুন। আপনার উপস্থিতিই কামনা করছিলাম।
আপনার হাতে এই বইটির নাম কি ?

পিয়ের। এটা আমার সাম্প্রতিক গবেষণা পুস্তক। প্রাকৃতিক ঘটনায় প্রতিসাম্য—চৌম্বকক্ষেত্র ও তড়িৎক্ষেত্রে প্রতিসাম্য। আপনাকে উপহার দিলাম। দেবার কিই বা আছে ?

মেরী। আপনার সহৃদয়তা। আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

[বইতে লেখা মেরী পড়ছেন।]

মেরীর প্রতি শ্রদ্ধা সহ - পিয়ের কুরি—

পিয়ের। না, না। মোটেই না।

মেরী। তড়িৎ ও চুম্বকের প্রকৃতি একই রকমের। তাই না?

পিয়ের। ঠিক বলেছেন। একটা চুম্বকের দুইটি মেরু। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। তড়িতের দুইটি চার্জ। পজিটিভ ও নেগেটিভ।

মেরী। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। চৌম্বকক্ষেত্র অসীমে বিস্তৃত হয়। তড়িৎক্ষেত্রও অসীমে বিস্তৃত হয়।

পিয়ের। তাহলেই দেখুন চুম্বক ও তড়িতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

মেরী। পদার্থ বিজ্ঞান বস্তুর গতি, শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে। রসায়ন বিজ্ঞান বস্তুর ধর্ম, রাসায়নিক বিক্রিয়া আলোচনা করে। জীবন বিজ্ঞান উদ্ভিদ, প্রাণী নিয়ে কাজ করে। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মানুষের মন, আচার-ব্যবহার। এত সব জ্ঞান সবই মানুষের কল্যাণে। আগে মানুষ পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাত।

আগুনকে বলত দেবতা। বায়ু হল—পবন দেবতা। জল - বরুণ দেবতা। সূর্য হলো—এ্যাপোলো দেবতা যাকে বারোটা ঘোড়া টানে।

পিয়ের। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মানুষ জানতে শিখছে সব জিনিষই কার্য-কারণ সম্পর্ক। হাইড্রোজেন-এর সঙ্গে অক্সিজেন-এর সংযোগে হয় জল। জল বাষ্প হয়ে মেঘ, মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি। আগে অজ্ঞতা. ভীতি থেকে হত ভগবানের উপর বিশ্বাস। চন্দ্রগ্রহণ মানে রাহু কেতুকে গ্রাস করছে। এখন সবাই জানে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়লে চন্দ্র দেখা যায় না।

মেরী। আপনি কি ভগবানে বিশ্বাস করেন?

পিয়ের। সর্বশক্তিমান সত্বাকে যদি ভগবান বলেন তাতে আমার আপত্তি নেই। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে যাতে থাকতে পারে সেজন্য যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মোহাম্মদ, বুদ্ধ—সব ধর্ম প্রচারকরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলেছেন। তাঁরা বলেছেন হিংসা কোরো না, মানুষকে ভালোবাসো।

মেরী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাঁধাধরা আচার অনুষ্ঠান আমার ভয়ানক অপছন্দ। অনেক সময় অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। চার্চের লোকেরা বলত এক হাজার খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে। তোমরা এক কাজ করো। আমরা কাগজ দিচ্ছি। তোমরা এটা কেনো। আর তোমাদের সম্পত্তি পোপের নামে দান করে দাও। বোকা লোকগুলো সরল বিশ্বাসে সব দান করল।

পিয়ের। আর এখন এক হাজার নয়শো বছর পার হতে চলেছে। পৃথিবী আগের মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। যত সব ভণ্ড পুরোহিত, পাদরীরা! এদের জন্য ধর্মের নামে অপকর্ম চলছে। ধর্মের নামে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের বিভেদ। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের কাজে লাগিয়েছে সরল ধর্ম বিশ্বাসকে।

মেরী। প্রকৃতির কত দান। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করছে। হচ্ছে নিত্য নতুন আবিষ্কার। দূর হয়েছে নিকট। রোগের বের হয়েছে প্রতিষেধক ঔষধ। তবু সমাজে মানুষের দুঃখ-কষ্ট রয়েই গেছে।

পিয়ের। এর জন্য কিন্তু রাষ্ট্রীয় সামাজিক ব্যবস্থাই দায়ি। চলুন, চলে যাই ১৭৮৯-এর ফ্রান্সে।

পঞ্চম দৃশ্য

[কয়েকজন যুবক রাস্তায় কথা বলছে।]

প্রথম যুবক। আর সয়না ভাই। দেশে এত অনাচার অবিচার। নেই কাজ, নেই খাবার।

দ্বিতীয় যুবক। আর ওদিকে জমিদারদের তো বিলাসিতার শেষ নেই। আমাদের জমিদার তো পায়রা উড়ান। শিকার করা তার বড় শখ।

তৃতীয় যুবক। আমি সামান্য ক্ষেতমজুর। সারাদিন খেটে যা পাই তাতে পেট চ'লে না।

প্রথম যুবক। কিন্তু জমিদারদের কোন চিন্তা নেই। তারা খাচ্ছে দাচ্ছে, নষ্ট করছে। আমরা সারাদিন জমি চাষ করি। তারা কিন্তু জমির ধারেও যান না।

দ্বিতীয় যুবক। এখানে রাজাই ঈশ্বর। বলা হচ্ছে ঈশ্বর রাজাকে শাসন করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

তৃতীয় যুবক। তিনি যদি ঈশ্বরই হন, তাহলে দেশে এত অভাব অভিযোগ কেন। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। দেশে তবু কেন অশান্তি বলতে পারো?

প্রথম যুবক। কিন্তু আমাদের কি করার আছে? তারা অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য বলে বলীয়ান। তাদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব কি করে?

দ্বিতীয় যুবক। কিন্তু আমরা যদি ভেড়ার মত ভয় না পেয়ে সবাই একসঙ্গে লড়ি তবে আমাদের হারাবে কে? তাই বন্ধু, আমাদের কর্তব্য সংঘবদ্ধ হওয়া। আমাদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করতেই হবে।
চেয়ে দেখ ইংল্যাণ্ড। সেখানকার লোকেরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজা সেখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসন কর্তা। পার্লামেন্টই ক্ষমতার উৎস। পার্লামেন্টের সদস্যরা আইন তৈরী করেন। সেখানে তো সবাই ভালভাবে চলছে, তাই আমাদেরও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিপাত যাক এই স্বেচ্ছাচারী রাজা ও রাণী। আমরা চাই স্বাধীনতা—সাম্য—মৈত্রী।

তৃতীয় যুবক। কিছু লোক আছে যারা ভাবে যা চলছে চলুক। চলুক! সবই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তারা সহ্য করছে।

দ্বিতীয় যুবক। ভাগ্য আছে কর্মে, হাতের রেখার উপর নয়। যে হাত কর্ম করে সেই ভাগ্যবান হয়।

তৃতীয় যুবক। ঠিক বলেছ ভাই। আমাদের দেশের লোক নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নয় ব'লেই এই অবস্থা। আমরা পরিশ্রম করি, ধনী লোকেরা তার ফল ভোগ করে। রাজমিস্ত্রী বড়লোকদের জন্য পাকা বাড়ী তৈরী করে কিন্তু সে থাকে কুঁড়ে ঘরে। কৃষক ফসল ফলায়; সেই ফলস উঠে জমিদারের বাড়ীতে; তাঁতি কাপড় বোনে তা উঠে ধনীদের গায়ে।

দ্বিতীয় যুবক। চুপ! এদিকে জমিদারদের শিকার ধরার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

[ধর—ধর—শব্দ শোনা যাচ্ছে। জমিদার ও দু'জন সেপাই দৌড়ে আসছে।]

প্রথম যুবক। নমস্কার, জমিদার মশাই।

জমিদার। এখানে আমরা বুনো শুয়োর শিকার করতে এসেছি।

দ্বিতীয় যুবক। তা ভোজটাতো ভালই হবে। কিন্তু দেখবেন ফসলের যেন ক্ষতি না হয়।

প্রথম সেপাই। চুপ কর! ছোট লোক কোথাকার। দেখছিস না, মহামান্য জমিদার শিকার করছেন। তোরা হঠাৎ মানী লোকের উপর কথা বলতে শুরু করলি কোন্ সাহসে?

দ্বিতীয় সেপাই। যার যা অবস্থা সেখানেই থাক, ছোট লোক কোথাকার। নইলে সমঝে দেব।

[জমিদার প্রথম যুবকের কলার ধরে ঘুঁষি মারছেন]

জমিদার। শুয়োরের বাচ্চা! ছোট লোক। মুখের উপর কথা!

প্রথম যুবক। দেখুন আমার কোন দোষ নেই। আমাকে মারছেন কেন?

প্রথম সেপাই। তোকে মারবে না তো পূজো করবে? ছোট লোক। তোদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না লাগে।

জমিদার। যা বেটারা এখানথেকে।
চল, আমরা শিকারটা ধরি। রাতে কী ভোজই না হবে?

[জমিদার, সেপাই চলে গেল। যুবকগণ অপমানের গ্লানিত্তে দগ্ধ।]

প্রথম যুবক। যাদের আমরা জমিদার ব'লে সম্মান করি, তাদের কাজের নমুনা এই।

দ্বিতীয় যুবক। ঠিক বলেছ, ভাই। এদের উচিতমত শিক্ষা দিতে হবে।

তৃতীয় যুবক। প্রত্যেকটা গ্রামই হবে এখন লৌহদুর্গ। আমরা আমাদের শক্তি সংগ্রহ করি। প্রত্যেক গ্রামে যুবকদের সংগঠন করতে হবে।

[একদল লোক প্লাকার্ড নিয়ে আসছে। তাদের তিন জনের হাতে প্লাকার্ড। স্বাধীনতা—সাম্য—মৈত্রী।]

শ্লোগান। রাজতন্ত্র নিপাত যাক্।

উত্তর। নিপাত যাক্, নিপাত যাক্।

শ্লোগান। অত্যাচার চলবে না।

উত্তর। চলবে না, চলবে না।

তৃতীয় যুবক। [তাদের উদ্দেশ করে বলছে]—

বন্ধুগণ, আমাদের সামনে কঠোর পরীক্ষা। এই অত্যাচারী রাজাকে আমরা চাই না। আমরা চাই গণতন্ত্র, যেখানে জনগণই হবে প্রকৃত শাসনকর্তা। চেয়ে দেখুন, ইংল্যাণ্ড—সেখানে জনগণই শক্তির উৎস। আমাদের এই সোনার ফ্রান্সে লোকেরা না খেয়ে মরছে ; রাজা, জমিদারদের অত্যাচারে আমরা পর্যুদস্ত। কিন্তু বন্ধুগণ, আমরা একা নই। এই জনগণ রাজা-রাণীকে উৎখাত করবে। আমরা চাই, এমন দিন আসবে যেদিন প্রত্যেকটি নাগরিক তার অধিকার ভোগ করবে। দেশে থাকবে না কোন অভাব। সবাই পাবে কাজ, খাবার। কিন্তু বন্ধুগণ, এটা সহজে হবে না। আসবে বাধা। কিন্তু আপনাদের এর জন্য মূল্য দিতে হবে।

জনতা। আমরা যে-কোনও মূল্য দিতে রাজী। যদি আমরা বাঁচি আমরা স্বাধীনতার ফল ভোগ করবো। না হলে আমাদের বংশধরেরা তা ভোগ করবে।

তৃতীয় যুবক। ঐ দেখুন বাস্তিল দুর্গ। কয়েক হাজার লোক সেখানে বন্দী। আসুন, আমরা সবাই মিছিল করে যাই। আমরা কারার এই লৌহকপাট ভাঙবো। রাজতন্ত্র নিপাত যাক্। স্বেচ্ছাচার চলবে না।

শ্লোগান। চলবে না, চলবে না।

তৃতীয় যুবক। রাজতন্ত্র গুঁড়িয়ে দাও।

শ্লোগান। গুঁড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[পোল্যাণ্ডের সজস্নুকি শহর। মাদাম নিনোভার ড্রয়িং রুম। মেরী গভরনেস পদের জন্য আহূত হয়েছেন। ঘরে একটা টেবিলের সামনে মাদাম নিনোভা বসে আছেন। ফাইলে একটা কাগজ দেখছেন। এখন সকাল নয়টা। মেরী ইতস্ততঃ করে ঘরে ঢুকছেন।]

মেরী। গুড মর্নিং, ম্যাডাম।

নিনোভা। বসুন।

মেরী। [আসন গ্রহণ করে] ধন্যবাদ ম্যাডাম।

নিনোভা। আপনিই তো মেরী স্কোডোস্কা। আপনার নাম বেশ সুন্দর তো। আপনি গভরনেস পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন ?

মেরী। হ্যাঁ, ম্যাডাম।

নিনোভা। মাদ্মোয়াজেল মেরী, আপনি এর আগে কি করতেন ?

মেরী। হাইস্কুল পাশ করার পর কোন কাজই করিনি।

নিনোভা। আপনি কোন স্কলারশিপ পেয়েছেন ?

মেরী। হাইস্কুল পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার জন্য গোল্ড মেডাল পেয়েছি।

নিনোভা। আপনি কোন্ কোন্ ভাষা জানেন ?

মেরী। পোলিশ, জার্মান, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ। আর ইংরাজীও কিছু জানি।

নিনোভা। এতগুলি ভাষা জানেন? বেশ, বেশ! স্কুলে আর কি কি বিষয় পড়েছেন?

মেরী। ফিজিকস্, কেমিষ্ট্রী, ম্যাথামেটিকস্।

নিনোভা। আপনার এত সুন্দর রেজাল্ট। আপনি আর পড়াশোনা করবেন না?

মেরী। আপাততঃ নয়। পরে যদি হয়, ম্যাডাম।

নিনোভা। আপনার বাবা কি করেন?

মেরী। আমার বাবা সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক।

নিনোভা। আপনার কোন রেফারেন্স আছে?

মেরী। [ফাইল থেকে সার্টিফিকেট বের করে] এই আমার স্কুলের প্রিনসিপালের সার্টিফিকেট, ম্যাডাম।

নিনোভা। [সার্টিফিকেট দেখছেন] আচ্ছা, আপনি আমার দুটো দুষ্টু ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারবেন? ওরা ক্লাস টু-তে পড়ে। আপনাকে দেখে খুব শান্ত মনে হয়।

মেরী। ম্যাডাম, আমার অভিজ্ঞতা নেই সত্য, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই। তাছাড়া চঞ্চল ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ বুদ্ধিদীপ্ত হয়। ছোটদের আমার ভাল লাগে।

নিনোভা। আপনার পারিশ্রমিক কত ?

মেরী। একশত রুবল মাসে। আর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, ম্যাডাম।

নিনোভা। আজ থেকেই আপনি এখানে থাকবেন। ওদেরকে ভাইবোনের মত পড়াবেন।
জ্যাক ও আন্দিজা, এখানে এস।
[জ্যাক ও আন্দিজা ঘরে ঢুকে] ইনি তোমাদের দিদিমণি। আমি আসছি। [নিনোভার প্রস্থান]

জ্যাক ও আন্দিজা। [একসঙ্গে] গুড মর্নিং, ম্যাডাম।

মেরী। গুড মর্নিং। তোমরা বোসো। [জ্যাকের দিকে] তোমার নাম কি ?

জ্যাক। আমার নাম জ্যাক, ম্যাডাম।

মেরী। সুন্দর ছেলে। [আন্দিজার দিকে] আচ্ছা তোমার নাম বলবে না ?

আন্দিজা। আমার নাম আন্দিজা, ম্যাডাম। ক্লাস টু-তে পড়ি।

[এদিকে জ্যাক মেরীর ব্যাগের মধ্যে একটা আরশোলা এবং ব্যাং ঢুকিয়ে রাখছে।]

জ্যাক। ম্যাডাম, আপনি কী পাশ করেছেন?

মেরী। ওসব জিজ্ঞাসা করতে নাই।

আন্দিজা। কি সব বাজে বকছিস, জ্যাক?

[জ্যাক পিটপিট করে তাকাচ্ছে]

ম্যাডাম গল্প বলুন না? শুনব।

মেরী। কই ব্যাগটা কোথায়? ও এইখানে? আচ্ছা তোমাদের একটা জিনিস দেব।

[একটা আরশোলা আর ব্যাঙ বেরিয়ে আসল।]

ওরে বাব্বা, কে আছ বাঁচাও।

জ্যাক। হিঃ! হিঃ! হিঃ! ম্যাডাম ভয় পেয়েছেন।

[নিনোভা ছুটে এসেছেন।]

নিনোভা। জ্যাক, আন্দিজা! এসব কি হচ্ছে? তোমাদের দুষ্টুমির শেষ নাই। পিটিয়ে পিঠের চামড়া তুলব। আজ দুপুরে দুজনের খাওয়া বন্ধ।

আন্দিজা। না, ম্যাডাম! ওদের কিছু বলবেন না। ওরা খুব ভাল। আপনি আসুন। আমি সব ঠিক করে নেব। [নিনোভা ক্রুদ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে যান।]

জ্যাক। ম্যাডাম, আমি খুবই দুঃখিত। আমাকে মারবেন?

মেরী। না, না। তোমাদের চকলেট খাওয়াবো। আমার চকলেট ভাল লাগে। তোমাদের ভাল লাগে না?

আন্দিজা। হ্যাঁ, ম্যাডাম।

মেরী। [ব্যাগ থেকে বের করে] এই নাও চকলেট। এটা তোমার জন্য, জ্যাক। আর এটা আন্দিজার জন্য।

জ্যাক। আপনি একটা না খেলে কিন্তু আমি খাব না।

মেরী। আচ্ছা, এই নিলাম। তোমাদের কি করতে ভাল লাগে।

জ্যাক। আমার খেলতে ভাল লাগে।

আন্দিজা। আমার গান ভাল লাগে।

জ্যাক। আমার গল্প শুনতে ভাল লাগে। মা আমাকে রোজ গল্প বলেন। আমাকে গল্প শোনাবেন, ম্যাডাম?

মেরী। একদিন এক শিয়াল নদীর ধারে একটি বককে দেখতে পেল। সে বলল, "ভাই বক আজ বিকালে তোমার নিমন্ত্রণ রইল। তোমার জন্য চমৎকার খাবার তৈরী করবো। এস কিন্তু, ভাই। বক বলল, "অবশ্যই আসব।"

জ্যাক। তারপর?

মেরী। বিকালে বক নদীর ধারে আসল। শিয়াল বলল, "এস, এস, ভাই। তোমার খাবার ওই থালায়।" শিয়াল আনন্দে খেতে লাগল। বক খেতে পারল না। বক তখন বলল, "শেয়াল ভায়া, আগামীকাল তুমি আমার এখানে খাবে।" শিয়াল আসল। বক একটা সরু কুঁজো থেকে খেতে বলল। বক কুঁজো থেকে মহা আনন্দে খেতে লাগল। শিয়াল এবার খেতে পারল না। বক বলল, "ভাই শেয়াল, কেমন খুশী তো?"

জ্যাক। হিঃ! হিঃ! হিঃ!

আন্দিজা। যেমন কর্ম তেমন ফল।

মেরী। জ্যাক, একটা ছড়া বলতো?

জ্যাক। [হাত দুলিয়ে দুলিয়ে

Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pail of water ;

Jack fell down
And broke his crown
And Jill came tumbling after.

জ্যাক এ্যাণ্ড জিল
ওয়েন্ট আপ দি হিল
টু ফেচ এ পেইল অভ ওয়াটার।

জ্যাক ফেল ডাউন
এ্যাণ্ড ব্রোক হিজ ক্রাউন।
এ্যাণ্ড জিল কেম টাম্‌বলিং আফটার।

আন্দিজা। আমি গান শুনব।

মেরী। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে গলা মিলাও—

Twinkle twinkle little star,
How I wonder what you are ?
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing Sun is gone,
When there nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

[সবাই গান গাইছে]
টুইঙ্কল, টুইঙ্কল লিট্‌ল ষ্টার,
হাউ আই ওয়াণ্ডার হোয়াট ইউ আর
আপ এ্যাবাভ দ্য ওয়ার্লড সো হাই,
লাইক এ ডায়মণ্ড ইন দি স্কাই।

হোয়েন দি ব্লেজিং সান ইজ গন,
হোয়েন দেয়ার নাথিং শাইনস্‌ আপন,
দেন ইউ শো ইওর লিট্‌ল লাইট,
টুইঙ্কল টুইঙ্কল অল দি নাইট।

জ্যাক। আমার বেশ ভাল লাগল।
মেরী। জ্যাক, ব্যাং-এর ইংরাজী কি বল তো ?
জ্যাক। [ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে] ব্যাং........ ...
না, বলতে পারব না।
আন্দিজা। ফ্রগ, ম্যাডাম।
মেরী। বেশ। জ্যাক, আরসোলার ইংরাজী কি বল তো ? কি বলবে না ?

জ্যাক। ম্যাডাম, আমি দুঃখিত। [কাঁদো কাঁদো হয়ে] আমি তো কিছুই বলতে পারলাম না।

মেরী। জ্যাক একটি ভাল ছেলে। ইংরাজীতে কি হবে ?

জ্যাক। জ্যাক ইজ এ গুড বয়।

মেরী। এই তো পার। তুমি সব পার জ্যাক। আচ্ছা, এবার আন্দিজা বল। আন্দিজা ভালো মেয়ে ইংরাজীতে কি হবে ?

আন্দিজা। [হেসে] আন্দিজা ইজ এ গুড গার্ল।

মেরী। তা হলে দেখ তোমরা ভাল ছেলে মেয়ে।

আন্দিজা। ম্যাডাম, আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন ?

মেরী। বিকালে, এখন নয়। তোমাদের এখন ছুটি।

জ্যাক ও আন্দিজা। ছুটি ! ছুটি ! কি আনন্দ !

সপ্তম দৃশ্য

[ল্যাবরেটরি সংলগ্ন বাগানে পিয়ের ও মেরী পায়চারী করছেন। বাগানে নানা রকম ফুল ফুটে আছে।]

কুরি। চেয়ে দেখুন, প্রকৃতি কত সুন্দর। ফুলে ফুলে ভরে গেছে।

মেরী। এখানকার বাগানের ফুলগুলো সত্যই ভালো।

কুরি। আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় প্রফেসর কোভালসকি যখন আপনাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সত্যি, আমার সৌভাগ্য।

মেরী। সৌভাগ্য আপনার, না আমার?

কুরি। আচ্ছা আপনার ভাই বোন আছে?

মেরী। হ্যাঁ। দিদি ব্রনিয়া ডাক্তারী পাশ করে ডক্টর কাসিমিরকে বিয়ে করেছেন। ওরা ল্যা ভিলাতে থাকেন। ভাই যোসেফ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বোন হেলা বাবার কাছে থাকে।

কুরি। ডক্টর কাসিমির সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

মেরী। কাসিমির পিটারসবার্গ, ওডেসা এবং ওয়ারশয়ে পড়াশোনা করছেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যার ব্যাপারে জড়িত এই সন্দেহের জন্য তিনি রাশিয়া ছাড়তে বাধ্য হন। তারপর জেনিভাতে বিপ্লবী প্রচারক, তারপর প্যারিতে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র, তারপর ডাক্তারী পাশ করে এখন পুরোপুরি ডাক্তার। প্রথমে আমি ব্রনিয়ার বাসায় উঠি কিন্তু পড়াশুনার সুবিধার জন্য ল্যাটিন কোয়ার্টারে আসি।

কুরি। সত্যি, আশ্চর্য এক সংগ্রামমুখর জীবন আপনার।

মেরী। হ্যাঁ, সত্যিই আমি যুদ্ধ করেছিলাম আমার ভাগ্যের সঙ্গে। জীবন যুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে একবার আমি

আমার কর্মক্লান্ত মনটাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিলাম। তখন আমার ডায়েরিতে কয়েকটা লাইন লিখেছিলাম তখনকার মানসিকতাকে অবলম্বন করে।

কুরি। আপনি কি সেই লেখাটা আবৃত্তি করবেন?

মেরী। [হেসে. ইতস্তত: করে এবং লজ্জিত হয়ে] না তেমন কিছু নয়, তবে আপনি যখন একান্তই শুনতে চান তবে শুনুন।

"হায়! কতনা কষ্টে কাটে এই বিদ্যার্থীর জীবন
যখন আর সবাই ছুটে চলে প্রবৃত্তির তাড়নায়
অন্য যুবক-যুবতীরা ভেসে চলে স্বচ্ছন্দ আনন্দস্রোতে
বিদ্যার্থীর জীবন কাটে নির্জনতায়—অস্পষ্টতার মোড়কে
কিন্তু তার নির্জনতার মাঝেও ঝড়ে পড়ে আশীর্বাদ
নির্জনতার পাঠকক্ষে সে হয় নতুনতর উৎসাহে উদ্দীপ্ত
যা তার হৃদয়কে করে তুলে প্রসারিত ও মহৎ
কিন্তু এই আশীর্বাদের মুহূর্তও হয় বিধ্বস্ত
যখন তাকে বেরোতে হয় এক টুকরো রুটির সন্ধানে
বিজ্ঞানের জগৎ ছেড়ে কঠিন ধূসর মাটির পৃথিবীতে।
ধরার ধূসর ঘৃণায় তার উৎসাহ হয় মলিন
ঘরে ফিরতে হয় তাকে কর্মক্লান্ত দিনাবসানে
আপন বাঞ্ছিত অপেক্ষমান গৃহকোণে
যেখানে কর্মক্লান্ত মন বিচরণ করে স্মৃতির জগতে।"

কুরি। সাধু, সাধু। আহা! কে জানে বিজ্ঞানীর মনের গহনেও বাস করেন এক কবি।

মেরী। আপনি কিন্তু খুব বাড়িয়ে বলছেন। এগুলো নেহাতই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা; তার বেশী কিছু নয়।

কুরি। আপনি যদি বিরক্ত বোধ না করেন, আমার বাবা-মার কথা আপনাকে বলতে পারি। আমি তাঁদের সঙ্গে বাস করি সিঁয়াজ শহরে। আমার বাবা ডক্টর ইউজিন কুরি চিকিৎসা করেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ প্যারিতে ছিলেন। সেখানে প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরের পরীক্ষাগারে কিছুদিন কাজ করতেন। সেখানে ক্ষয় রোগের সংক্রমণ সংক্রান্ত যে গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল,। তিনি তারও গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি দেখতে ছিলেন লম্বাটে; আত্মভোলা ধরণের একজন বৃদ্ধ লোক। তাঁর চোখ দুটি ছিল নীল রঙের এবং বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান, তড়িৎগতিসম্পন্ন এবং উৎসাহে ভরপুর। কাজের উন্মাদনায় তিনি যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতেন; কিন্তু তাঁর মন ছিল খুবই নরম—খুবই দয়ালু ছিলেন তিনি।

মেরী। আপনার মায়ের কথা তো বললেন না?

কুরি। মার যদিও বেশ বয়স হয়েছে এবং বয়সের ভারে ক্লান্ত তবুও তিনি একজন নিপুণা গৃহকর্ত্রী। আমার মার মনও খুব নরম। আর আমার দাদা জ্যাক, যার সঙ্গে আমি একটা গবেষণাগারে কাজ করেছিলাম, তিনি এখন মণ্টাপিলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

মেরী। আমি চাই—যদি আমি আমার গবেষণা চালিয়ে যেতে পারতাম—কিন্তু ....

কুরি। কিন্তু কি ? আপনাকে অবশ্যই গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। আপনি সহজেই একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদ পেতে পারেন। কিন্তু এই বৃত্তি কি আপনাকে খুশী করতে পারবে ? গবেষণার ফল কি দাঁড়ায় দেখুন। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গবেষণার কাজে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করবো। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের ভিত্তিভূমি অনেকাংশ দৃঢ়। যে আবিষ্কারই আমরা করবো, তাই একটা স্থায়ী ও সঞ্চিত জ্ঞান হিসাবে থাকবে।

মেরী। কিন্তু আমিও স্বাধীন হতে চাই।

কুরি। এ জগতে কে বলতে পারে যে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ? আমরা অন্ততঃ কিছুটা পরাধীন আমাদের প্রবৃত্তির কাছে।

আমরা ক্রীতদাস হয়ে আছি আমাদের স্নেহ বন্ধনের নিকট, আমরা যাদের ভালবাসি, তাদের প্রতি পক্ষপাতের নিকট।

মেরী। কিন্তু আমার বাড়ীর লোকদের তো এ ব্যাপারে মত নিতে হবে।

কুরি। আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা যদি নাও থাকে আপনি তো এ ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারেন যে, আমরা বন্ধুর মত পরস্পরের সঙ্গে থেকে কাজ করবো। রুমুফেটার্ডে একটা ঘরে আপনি কাজ করবেন, সে ঘরের জানালার বাইরে থাকবে ফুল বাগান। সেই বাড়ীর আলাদা দুই অংশে থাকবো আমরা দু'জনে। অথবা, যদি আমি পোল্যাণ্ডে যাই এবং ফরাসী শিক্ষকের একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারি এবং তারপর যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হই, তাহলে কি আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেন ?

মেরী। আসছে গ্রীষ্মে যদি আমি আমার স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতকার্য হই তবে আমি ওয়ারশয়ে ফিরে যাব।

কুরি। তাহলে আপনার গবেষণার কি হবে ?

মেরী। অক্টোবরেই আমি আবার ফিরে আসবো।

কুরি। যদি এক বছরের মধ্যেই আপনি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যান, তাহলে এটা প্ল্যাটনিক বন্ধুত্বের একটা সাংঘাতিক

দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কারণ এটা হবে এমনি দুটো প্রাণীর বন্ধুত্ব, যারা এ জীবনে আর কখনো পরস্পরকে দেখতে পাবে না। তার চেয়ে ভাল হতো নাকি, যদি আপনি আমার সঙ্গে থেকে যেতেন? আমি জানি এই প্রশ্নে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। আমি এও জানি, আপনি এ ব্যাপারে আর কথা বলতে চান না। আমি জানি, আমি আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

মেরী। আমি জানি আপনার এ ত্যাগ কত বড়। প্রতিভাবান মেয়েরা সত্যই দুর্লভ। তাহ'লে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি ফিরে আসবেন। বিজ্ঞানকে ত্যাগ করার কোন অধিকারই আপনার এখন নেই।

মেরী। [হেসে] বুঝেছি মশাই; তার মানে আপনাকে ত্যাগ করার কোন অধিকারই আমার এখন নেই। আমি বিশ্বাস করি, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি চাইব, যাতে আমি শিগগির ফিরে আসতে পারি।

———

অষ্টম দৃশ্য

[ব্রনিয়া ও কাসিমির-এর ল্যা ভিলার ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুমে ব্রনিয়া একাকী ঘর সাজাচ্ছেন। দুইটি সোফাসেট। টেবিলে কতকগুলি মেডিক্যাল জার্ণাল। একটি ফুলদানি।]

ব্রনিয়া। [ফুলদানি সাজাতে সাজাতে গানের সুর ভাঁজছেন।]
না, না, না, এমনি দিনে থাকবো না আর ঘরে।
না, না, না, এমনি দিনে থাকবো না আর ঘরে।
না, না, না ....

[কুরির প্রবেশ]

কুরি। আসতে পারি, মাদাম ?

ব্রনিয়া। আসুন, ম'সিয়ে কুরি। বসুন। এখানে আসতে বুঝি আপনার ভয় হচ্ছে।

কুরি। না মাদাম, ভয় কিসের ? তবে কিনা নতুন জিনিসে একটু ভয় থাকে। তাই না ? যেমন ধরুন ডক্টর কাসিমির-এর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

ব্রনিয়া। ওহো ! তা আপনি আমাদের সম্পর্কে জানতে পারলেন কি রকম করে ?

কুরি। আপনার বোন মেরীর সঙ্গে সাক্ষাতে আপনাদের সব কথা শুনেছি। ও এখন ওয়ারশ গেছে। আবার ফিরে আসবে তো ?

ব্রনিয়া। যদি না আসে ? ওর ওখানে কয়েক মাস থাকার কথা। আর মশাই, আপনি তো একজন কৃতী পদার্থ বিজ্ঞানী।

আপনি কি করে এত বুদ্ধি করলেন যে, মেরীকে পেতে হলে ব্রনিয়াকে ধরতে হবে ?

কুরি। সব ব্যাপারেই তো সোর্স দরকার। সব কিছু কি ডাইরেক্‌ট কাজ হয় ? একটু ইনডিরেক্টলি কাজ করতে হয়।

ব্রনিয়া। মঁসিয়ে, আপনার এত বুদ্ধি ! তারিফ করতে হয়।

কুরি। ছেলেদের থেকে অবশ্য মেয়েদের বুদ্ধি ঢের বেশী। না হলে যা হ'ত। বেচারা ব্যাসানিয়ো কি পোর্শিয়া ছাড়া উদ্ধার পেত ?

ব্রনিয়া। তাই বলুন মঁসিয়ে, আমি একা চলতে পারছি না। বলতে পারেন না, আমাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য একজন মেয়ে দরকার। পঁয়ত্রিশ বছর তো কাটিয়ে দিলেন জড় পদার্থ নিয়ে কাজ করে। এখন বুঝি মন, হৃদয় এসব বস্তু আছে তা মনে পড়ল।

কুরি। প্রথম যখন ওকে দেখি ও তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওর সোনালী চুল, লাজুক বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মনে হ'ত ওর মত

একজন সহচারী থাকলে কি সুন্দর হ'ত আমাদের পথ চলা। প্রফেসর কোভালসকি ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তখনই এলো মনে অস্থিরতা।

ব্রনিয়া। ছেলেরা মেয়েদের দেখলে এমন বোকা হয় যে আশ্চর্য হই। ওদের অসহায় অবস্থা দেখলে করুণা হয়।

কুরি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম কিন্তু তাঁর মন বড় কঠিন। জানিনা, হৃদয়ও সেই রকম কি না?

ব্রনিয়া। ওর মন পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কি? ওতো অক্টোবরে ফিরে আসবে। অক্টোবর তো কাছেই।

কুরি। মনে হচ্ছে কয়েক বছর।

ব্রনিয়া। হবেই তো জ্বলন্ত আগুনের পাশে কয়েক মিনিট দাঁড়ালেই মনে হয় কয়েক বছর। আর একটা স্বন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা থাকলেও মনে হয় কয়েক মুহূর্ত। মিষ্টি, চাটনী যত খান সবই ভালো। কিন্তু তেতো জিনিস, না বাবা, একটুও নয়।

কুরি। ডক্টর কাসিমির কোথায়?

ব্রনিয়া। চেম্বারে। সারাদিন শুধু রোগী দেখা। আমাকে দেখার সময় পায়না পর্যন্ত। আচ্ছা ওকে এখনি ডেকে আনি।

[ডক্টর কাসিমির আসছেন]

কাসিমির। সুন্দর সন্ধ্যা, মঁসিয়ে কুরি। আপনাকে এখানে বসিয়ে রেখেছিলাম। এর জন্য দুঃখিত। তা আপনি এসেছেন। আমার পরম সৌভাগ্য। ব্রনিয়া, কফি নিয়ে এস।

ব্রনিয়া। আসছি। [ব্রনিয়া ভিতরে প্রবেশ করছেন]

কুরি। আপনার কাছে এসেছি। আশা করি আপনার পরামর্শ ও সহায়তা পাব।

কাসিমির। বলুন, আমি কি করতে পারি আপনার জন্য।

কুরি। আপনি তো মেরীর স্থানীয় অভিভাবক। ওকে একটু রাজী করাতে পারেন না? ওকে আমার চাই-ই চাই।

ব্রনিয়া। এই নিন কফি। [দুজনকে দিয়ে নিজেও এক কাপ কফি নিলেন।]

কাসিমির। ব্রনিয়া, অধ্যাপক কুরি তোমার বোনের উপর অনুরক্ত। মেরীকে তাঁর চাই-ই চাই। কিন্তু ও তো স্বাধীন-চেতা মেয়ে। আমার কথা ও সব সময় শোনে না। তা হোক, আমরা ওদের মিলনে সব সময়ে সহায়তা করতে তৈরী।

কুরি। ওর ফটো রেখেছিলাম। আমার দাদা জ্যাকের পছন্দ। চেহারায় কাঠিন্য থাকলেও ওর মনের গহনে বাস করে কোমল হৃদয়। মা বাবাকেও বললাম। বাবা ডক্টর ইউজিন কুরি প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থক। ওকে চিঠি লিখেছি। জানিনা ওর বাবার কি মত। আমি ওর সঙ্গে পোল্যাণ্ড যেতেও রাজী ছিলাম। কিন্তু ও মত দেয় নি।

ব্রনিয়া। আচ্ছা আমি বাবাকে লিখব। আশা করি আপনার স্বপ্ন সার্থক হবে। ভগবানের কাছে আপনার শুভ কামনা করি।

———

নবম দৃশ্য

[মেরী ওয়ারশ-এর বাসগৃহের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। একখানা খাম ছিঁড়ে চিঠি দেখছে।]

মেরী। এই তো তার চিঠি।

প্রিয়তমা মেরী,

পত্রে আমার ভালবাসা রইল। বেশ কিছুদিন তোমার কোন চিঠি পাই নি। মেরী, পৃথিবীতে আমাদের দেবার অনেক কিছু আছে। যৌথভাবে গবেষণা চালিয়ে গেলে নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করবো। তুমি পোল্যাণ্ডে আর কতদিন থাকবে জানাবে। আর আমাদের সেই ব্যাপারটা কি তোমার বাবাকে জানিয়েছ? আর কি। ইতি—

তোমারই—
পিয়ের কুরি

কি করি? একদিকে বিজ্ঞান চর্চার জন্য অধ্যাপক কুরির আহ্বান, অপরদিকে পরাধীন দেশ পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার আহ্বান।

[অধ্যাপক স্কোডোসকি আসছেন। মেরী চিঠিটা খামে ভরে রাখছে।]

স্কোডোসকি। কার চিঠি মা মেরী? তোমার কোন বন্ধু দিয়েছে বুঝি!

মেরী। না বাবা, অধ্যাপক পিয়ের কুরি দিয়েছেন।

স্কোডোসকি। অধ্যাপক পিয়ের কুরির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে নাকি ? শুনেছি উনি বড় বিদ্বান। খুব নাম-ডাক। অধ্যাপক পিয়ের কুরির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে শুনে খুশী হলাম।

মেরী। অধ্যাপক পিয়ের কুরি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তোমার জন্য আমার ভীষণ চিন্তা হয় বাবা। তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। দেশ এখন রাশিয়ার জারের শাসনে। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতির উপর পড়েছে আঘাত।

স্কোডোসকি। তাহলে কি হয় মা। তোমাকে চলে যেতেই হবে। তোমাকে কাজ শেষ করতেই হবে। তুমি ফ্রান্সে চলে যাও! অধ্যাপক কুরির সাহায্য পেলে তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে।

মেরী। তোমাকে ছেড়ে আমার বিদেশে থাকতে ইচ্ছা করেনা, বাবা।

স্কোডোসকি। কেন, বিদেশে যাওয়া, এত আনন্দের খবর। আজ আমি কি স্বপ্ন দেখছি। সকলকে খবর দিয়ে দে। দাদা, ভাই-বোন সকলকে খবর দিয়ে দে। আর আমি কয়দিন বাঁচবো। আমি আর দেরী করতে

চাই না। তোর বিয়ে হলে আমার আর চিন্তা থাকবে না। তোমাদের শুভ মিলনের জন্য বেশী অপেক্ষা করতে আর চাই না। না, আর দেরী নয়।

দশম দৃশ্য

[প্যারীর রাস্তায় কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরস্পর আলোচনায় রত।]

প্রথম ছাত্র। এই শুনেছ, আজ নাকি অধ্যাপক পিয়ের কুরির বিয়ে।

দ্বিতীয় ছাত্র। পঁয়ত্রিশ বছর তো কাটিয়ে দিলেন পড়াশুনো নিয়ে। ক্ষতি কি ছিল আরও পঁয়ত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিতে।

ওঁর মত আত্মভোলা লোকের যে প্রেম, ভালবাসা এসব বস্তুর আবিষ্কার, আশ্চর্য লাগে।

তৃতীয় ছাত্র। ভালবাসা, ভালবাসা। এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে আছে ভালবাসা। ভালোবাসার শক্তি অসীম। যাক্, প্রেমের বাজারেও যে অধ্যাপকের ফিল্ড আছে সেটা স্বীকার করতে হয়।

প্রথম ছাত্র। হায় ভগবান! আমাদের বুঝি আর প্রেম, ভালবাসা হবে না। কি হবে আর পড়াশুনো করে?

দ্বিতীয় ছাত্র। সায়েন্স নিয়ে যত ঝামেলা। এর চেয়ে আর্টস পড়লেই ভাল করতাম। দেখনা, আর্টস-এর ছেলেমেয়েরা কি রকম নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে। বাগানে, মাঠে দৃশ্য দেখছে আর গল্প করছে। সায়েন্স একেবারে নীরস। কবিতা গান, এসব জীবনে আনন্দ দেয়। সেদিন দেখলাম কতকগুলো ছেলেমেয়ে বাগানে বসে গান করছে।
When my heart shall weep for thee
O, my Love, my dear.

প্রথম ছাত্র। তবে ওরা কি করে প্রেম করলো?

দ্বিতীয় ছাত্র। সেটাই তো কথা
মেয়ে ফিজিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ছেলেও গবেষক অধ্যাপক।

তৃতীয় ছাত্র। জুটি ভগবান মনের মত মিলিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম ছাত্র। তা যাক্, বিয়েটা বৈপ্লবিক নয় কি? আমাদের ফ্রান্সের ছেলে। আর পোল্যাণ্ডের মেয়ে। ফ্রান্সের সৌভাগ্য বলতে হয়।

দ্বিতীয় ছাত্র। আহা! আমিও যদি এরকম একজন বিদেশিনী সঙ্গিনী পাই তবে বিবাহবিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারি।

তৃতীয় ছাত্র। ধীরে বন্ধু, ধীরে। আপাততঃ দুটি বছর লক্ষ্মী ছেলের মত পড়াশুনা কর। তারপর। এখন তো বাপের হোটেলে খাচ্ছ।

প্রথম ছাত্র। অতএব বন্ধু ঘাবড়িয়ো না। চালিয়ে যাও।

দ্বিতীয় ছাত্র। পড়াশোনার মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু উপায় কি ?

তৃতীয় ছাত্র। তা যাক, বিয়েতে ছেলে কি কি পাচ্ছে বলতো ?

প্রথম ছাত্র। কেন, বিদূষী একজন মেয়ে।

দ্বিতীয় ছাত্র। রাখো বাবা, কি কি জিনিষ পাচ্ছে বল ?

তৃতীয় ছাত্র। শুনলাম বিয়েতে অধ্যাপক কোন যৌতুক নিচ্ছেন না।

প্রথম ছাত্র। না, মেয়ের বাবা দুটো সাইকেল প্রেজেন্ট দিচ্ছেন ; একটা ছেলের জন্য আর একটা মেয়ের জন্য। বেশী ফার্নিচার রাখার ঝামেলা। অত ঝাড়ামোছা করবে কে ?

দ্বিতীয় ছাত্র। বাব্বা, স্মার্ট মেয়ে স্বীকার করতেই হয়। মেয়েটা কিন্তু সাধারণ পোষাক পরে।

তৃতীয় ছাত্র। স্মার্টনেস কি দর্জির দোকানে কিনতে পাওয়া যায় ভায়া ? দেখনা, ইউনিভারসিটিতে কতকগুলো চ্যাংড়া টাইট প্যান্ট প'রে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতরে পার্টস থাকা চাই, ভায়া।

প্রথম ছাত্র। সন্ধ্যায় মিলন ব্যাণ্ড বাজবে। শুভ হোক ওদের পথ চলা।

একাদশ

[ডঃ ইউজিন কুরির বাসগৃহে একটি হলঘর। হলঘরটি বিয়ের জন্য বিশেষভাবে সাজানো। কুরি পিয়ের কুরির বিয়ের আয়োজনে চিন্তিত। তিনি পায়চারী করছেন। ব্রনিয়াও সাথে আছেন।]

ডঃ ইউজিন কুরি। এদিকে বিয়ের আয়োজন তো সম্পূর্ণ। কাসিমির তো গেছে প্রোফেসর স্কোডোসকি ও মেরীকে আনতে। তাদের তো লুকসেমবুর্গ-প্যারী ট্রেনে আসার কথা। কই? ওদের জন্য আমি চিন্তিত।

ব্রনিয়া। এখনই এসে যাবেন, চিন্তা করবেন না। ঐ তো ট্যাক্সির হর্ণ।

ডঃ ইউজিন কুরি। যাও, তুমি ওদের নিয়ে এস।

ব্রনিয়া। আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। [ব্রনিয়ার প্রস্থান।]

[প্রোফেসর স্কোডোসকি, কাসিমির আসছেন।]

ডঃ ইউজিন কুরি। আসুন, আসুন প্রফেসর স্কোডোসকি। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

স্কোডোসকি। না, মোটেই নয়। আপনি ব্যস্ত হবেন না। ডঃ কাসিমির প্যারী ষ্টেশনে আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়েছেন।

ডঃ ইউজিন কুরি। আপনার মেয়ে এখানে আসলে কোন কষ্ট হবেনা। আমার নিজের মেয়ের মতই থাকবে।

স্কোডোসকি। ও পৃথিবীতে কাউকে কষ্ট দেয় নি। আপনার পরিবারের সবার কথা শুনেছি। আপনি তো ধর্মীয় গোঁড়ামি মানেন না। বিয়েটা তাই সম্পূর্ণ আপনার আইডিয়া অনুযায়ী হচ্ছে। আপনাকে এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ ইউজিন কুরি। মনের মিলই বিবাহ। সেজন্য ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার ত্যাগ ক'রে সাধারণভাবে বিয়ের আয়োজন করেছি। কাসিমির! পিয়ের, মেরী ওদেরকে নিয়ে এস। আর দেরী নয়। বিবাহ পর্ব আরম্ভ হোক।

কাসিমির। আচ্ছা, নিয়ে আসি। [কাসিমির-এর প্রস্থান।]

[ডাইডানসকা, কাসিমির, ব্রনিয়া, মেরী ও পিয়ের আসছেন। পিয়েরের কালো কোট প্যান্ট টাই পরনে। মেরী সাদা গাউন পরিহিতা। তাঁকে

উজ্বল দেখাচ্ছে। একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঘরের বাতিগুলো জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছে। পিয়ের ও মেরী একপাশে দাঁড়িয়ে।]

ডঃ ইউজিন কুরি। আজ আনন্দের দিন। পিয়েরের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের মেয়ে মেরীর বিয়ে। এখানে দুই পরিবারের সদস্য উপস্থিত

ব্রনিয়া। যোসেফ আসতে পারেনি। এই তারবার্তা পাঠিয়েছেন। আপনাদের অনুমতি নিয়ে পাঠ করি।

প্রিয় মেরী,

তুমি যখন পিয়েরের শুভাকাঙ্ক্ষিনী, তুমি ফ্রান্সে চলে যাও। তবু আমি বিশ্বাস করি তুমি অন্তরে পোলিশ থাকবে। তোমাদের দাম্পত্য জীবন শুভ হোক। ইতি—যোসেফ

ব্রনিয়া। মঁসিয়ে কুরি! এই নিন আংটি। মেরীকে পরিয়ে দিন।

পিয়ের কুরি। ও..........এসব আবার।

ডাইডানসকা। না মশাই, আজকের দিনে শান্ত ছেলের মত কাজ করুন।

মেরী, তুমি এই আংটিটা ওকে পরিয়ে দাও। বোন তোকে আজ কত হাশিখুশী দেখাচ্ছে। হবেই তো। [পিয়ের কুরী মেরীর হাতের আঙ্গুলে আংটিটি

পরিয়ে দিলেন। মেরী পিয়েরের আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে দিলেন। নিস্পলক হয়ে তারা একে অপরকে দেখছেন। চারদিক নিস্পন্দ, নিঃস্তব্ধ।]

ব্রনিয়া। আজকের এই আনন্দের দিনে ডাইডানসকা গান করবে।

ডাইডানসকা। (গান)

পুলক রাজে আজি সুন্দর নন্দনে
ধরণী দ্বেষহারা আজিকে সুখময়
স্বরগে বাঁধে প্রীতি বন্ধনে।
এনেছি হেথা হে, এ শুভ লগনে।
মিলাও দুটি কর—উহারি দু'করে।
যাহার মন গাঁথা—তনয়া অন্তরে।
দু'প্রাণ হোক এক—মিলনে মধুময়
সুরভি জড়িত যেন কুসুম চন্দনে।

———

দ্বাদশ দৃশ্য

পিয়ের কুরি এবং মেরী গবেষণাগারে আছেন। ঘরটি ছোট। ইলেক্‌ট্রোস্কোপ, ইলেকট্রোমিটার প্রভৃতি যন্ত্র আছে। মেরী ড্রয়ার হতে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট বের করছেন।

মেরী। এই দেখ ফটোগ্রাফিক প্লেট। গতকাল ড্রয়ারে একটা কালো কাগজের মোড়কে ইউরেনিয়াম পটাসিয়াম সালফেট ছিল। তার মধ্যে ফটোগ্রাফিক প্লেট ছিল। প্লেটে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

কুরি। হ্যা, এই একই ব্যাপার তো বিজ্ঞানী বেকারেল লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু কোথা হতে এই রশ্মির উৎস? কি তার পরিচয়? কিছুই জানা যায় নি। তুমি তো ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য থিসিস সাবমিট করবে। আমার মনে তুমি এ বিষয়ে গবেষণা করতে পারো।

মেরী. এই ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রে তড়িতের আধান জানা যাবে। আর ইলেকট্রোমিটার যন্ত্র দিয়ে বিভব প্রভেদ এবং ডাই ইলেকট্রিক কনষ্ট্যান্ট মাপা যায়।

কুরি। আমার যা পরীক্ষা করেছি তাতে ইউরেনিয়াম যৌগ পিণ্ডের শুধু নয়, থোরিয়াম ও অন্যান্য পদার্থ থেকেও তো এই বিকিরণ হয়। এই বিকিরণ তো বাইরে থেকে আসছে না। এই বিকিরণ কে কি নাম দেওয়া যায়।

মেরী। আমরা মনে হয় এর নাম রেডিও এ্যাকটিভিটি দিলে ভাল

হয়।

কুরি। ঠিক বলেছ। ইউরেনিয়াম রেখে দিলে স্বতঃ বিকিরণ হয়।

মেরী। যে সব মৌল থেকে স্বতঃ বিকিরণ হয় তাদের নাম দেই রেডিও এলিমেন্ট।

কুরি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। রেডিও এলিমেন্ট। তেজস্ক্রিয় মৌল।

মেরী। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে তো আমরা অনেক পরীক্ষা করেছি। বিশদ বিবরণী বিজ্ঞান সভায় পাঠানো হবে। আমার মনে হয় আমরা আর একটা কাজ করতে পারি যা এখনও কেউ করতে পারে নি। আমরা এমন একটা মৌল আবিষ্কার করব, যা ইউরেনিয়াম থেকে অনেক গুণ তেজস্ক্রিয়।

কুরি। আরও গবেষণা দরকার। আমার কাজ ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে আমরা সেই কাজে ব্রতী হব।

———

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[আটচালার নিচে পরীক্ষাগার। ঘরটি স্যাঁতসেঁতে। দুটি জানালা আছে। টেবিলের উপর যন্ত্রপাতি আছে।]

কুরি। চার বছর তো কেটে গেল। কিন্তু শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে এখনও জানা গেল না। এই তো ল্যাবরেটরি। বৃষ্টির জল ঘরে ঢুকেছে। থার্মোমিটার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নিচে নেমে গেছে। কোট জামা গায়েও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।

মেরী। জানি আমাদের কষ্ট করতে হবেই। বিজ্ঞান সাধনার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আমি রাজী। ল্যাবরেটরি ঘর তা যেমনই হোক একটা তো পাওয়া গেছে। তুমি আমার গবেষণার সাথী, আমার পথপ্রদর্শক। তুমি সাথে আছো বলেই সব বাধা অতিক্রম করব।

পিচব্লেণ্ডের জন্য তো অস্ট্রিয়া সরকারকে লিখেছিলাম। বোহেমিয়ার স্যাঁ-জুকিম্স্তালের খনি থেকে আকরিক আসবে। শুধু আনার খরচ দিতে হবে।

ফরাসী সরকারকে টাকার কথা বললে হয়তো রাজী হতেন না।

কুরি। দু-বস্তা পিচব্লেণ্ডের আকরিক এখানে এসেছে।

মেরী। আগে বলনি কেন। কই ?

[মেরী দ্রুত ছুরি দিয়ে বস্তার মুখ কাটেন। তারপর সেটা একটা জারে রাখেন।]

এইতো সেই বস্তু। কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। এর কিছুটা জারে শোধন করতে দেই।

কুরি। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু কফি পেলে ভালো হতো।

মেরী। ফ্লাস্কে কফি আছে। তা' ছাড়া ডিমের মামলেট তৈরী করে রেখেছি। কফি খেয়ে একটু চাঙ্গা হওয়া যাক্। হ্যা, এই নাও কফি। আর এই মামলেট।

কুরি। কফিটা ভালই হয়েছে। আর ডিমের রান্নাটাও বেশ ভাল। তুমি এত সুন্দর রান্না করতে পার !

মেরী। হ্যাঁ মশাই, তোমাকে খাইয়ে সুস্থ রাখা আমার মত গৃহিনীও পারে।

কুরি। আমার সৌভাগ্য। তুমি সব পারো মেরী। জানো আমি একটা রান্নার বই জোগাড় করেছিলাম।

মেরী। আচ্ছা সেই আকরিকটা শোধন হয়ে কি হল দেখা যাক্। দেখ কি উজ্বল রশ্মি বেরোচ্ছে!

কুরি। তুমি বলেছিলে রশ্মির রং যেন সুন্দর হয়।

মেরী। আলোটা নিভিয়ে দাও। দেখ কি সুন্দর উজ্বল রেডিয়াম!

কুরি। আমাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। ভগবানকে ধন্যবাদ। বিজ্ঞান আকাদেমীতে পাঠাই বার্তা।
বহু গবেষণার পর আমরা রেডিয়াম আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এর তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা অপেক্ষা সহস্র গুণ বেশী।

সমাপ্ত

"মেরী কুরি এমনই এক ব্যক্তি খ্যাতি যাঁকে নষ্ট করতে পারে নি।"—

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

মাদাম কুরি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিজ্ঞানী এবং তাঁর নাম রেডিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর এই আবিষ্কার পারমাণবিক বিজ্ঞানে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে এবং মানব সভ্যতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই মহীয়সী নারীর জীবন কর্তব্য ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর জীবন কিশোর কিশোরীদের সামনে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা উচিত। এই নাটকে মেরী কুরির সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালীন জীবন সহজ সরলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তরুণ অধ্যাপক পিয়ের কুরির সঙ্গে বিবাহ রেডিয়াম আবিষ্কার সফল করেছে। সত্য ঘটনার দিকে গ্রন্থকার নজর রেখেছেন। আশা করি তাঁর নাটকটি সকলে উৎসাহ ভরে পাঠ করবেন।

সমরেন্দ্রনাথ সেন
সিনিয়ার প্রফেসর অভ ফিজিকস্
নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটী।